জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পৌষ-ফাল্গুন ১৪৩১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) মুদ্রানীতি ঘোষণা

বিএফআইইউ হেড হিসেবে যোগদান

এ,এফ,এম শাহীনুল ইসলাম হেড অব বিএফআইইউ হিসেবে ১২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে যোগদান করেছেন। হেড অব বিএফআইইউ (ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদায়) পদে যোগদানের পূর্বে তিনি ডেপুটি হেড অব বিএফআইইউ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন পদে ব্যাংকিং সুপারভিশন, বৈদেশিক মুদ্রা ট্রেজারী ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনা, কৃষি ঋণ ব্যবস্থাপনা, আইন বিভাগ, সচিব বিভাগ ও রাজশাহী অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বগুড়া অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মজীবনে তিনি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, মার্কিন বিচার বিভাগ, আন্তর্জাতিক আর্থিক কর্পোরেশন (IFC), এগমন্ট গ্রুপ এবং এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করেছেন।

২৮ মার্চ ২০২৩ হতে শাহীনুল ইসলাম বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যানে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকার্স ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাইট সদস্য (DAIBB)। তিনি ১৯৬৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা বীর পাকেরদহ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুর রশিদ মিয়া একজন সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা ফজিলাতুন্নেছা। এ,এফ,এম শাহীনুল ইসলাম এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের পরিচালক মোঃ আমির উদ্দিন ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৬ ও বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের দায়িত্বে বহাল হন। তিনি ১৯৯৩ সালে সরাসরি অফিসার হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। আমির উদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্সে প্রথম শ্রেণিতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনে উত্তম কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৪ এ রৌপ্যপদক লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট, বগুড়া, ও সদরঘাট অফিস এবং প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, সাবেক ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন এন্ড ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, কৃষি ঋণ বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যারহাউজ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে মোঃ আমির উদ্দিন দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করেন। পুরোনো ঢাকার জিন্দাবাহার এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহ্‌মেদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন

পাবলিক ডেট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়ার সাথে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে Public Debt Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি ১২-১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিবিটিএতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া কোর্সটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ও কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএ'র অতিরিক্ত পরিচালক খন্দকার আলী কামরান আল জাহিদ এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর ছিলেন যুগ্ম পরিচালক পার্সা নাজরানা। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসসমূহের প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী দিনে কোর্স ডিরেক্টর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) মুদ্রানীতি ঘোষণা

গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এ সময় ডেপুটি গভর্নরবৃন্দসহ মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন, ২০২৫) মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ এবং মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন। এরপর গভর্নর নতুন মুদ্রানীতি বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

গভর্নর বলেন, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অগ্রাধিকার হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা। তিনি বলেন, আর্থিক খাতে চলমান চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক পূর্বাভাস ৬.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করেছে।

গভর্নর উল্লেখ করেন, অর্থবছর'২৫ এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) বিদ্যমান ১১.৫০ শতাংশ এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) বিদ্যমান ৮.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়। এবারের মুদ্রানীতি প্রণীত হয়েছে যাতে সম্পদ হিসেবে টাকার মূল্যমান আকর্ষণীয় থাকে, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং মূল্যস্ফীতির হার আগামী জুন ২০২৫ শেষে ৭-৮ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ সময় পর সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জানুয়ারি ২০২৫ মাসে ক্রমাগত উচ্চ মূল্যস্ফীতি অনেকটা হ্রাস পেয়ে দুই অংক হতে এক অংকে (৯.৯৪ শতাংশ) নেমে এসেছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, অর্থনীতিতে নীতি সুদহার পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান করার জন্য ট্রান্সমিশন চ্যানেলের যেসব বাধা ছিল তা ইতোমধ্যে অপসারিত হয়েছে এবং মুদ্রানীতির সংকোচনমূলক ভঙ্গির প্রভাব মূল্যস্ফীতির উপর দৃশ্যমান হতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হবে। এছাড়া, তিনি মূল্যস্ফীতির গতিবিধির উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি সুদহার নির্ধারিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করেন। মূল্যস্ফীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে সুদহার ও তারল্য সরবরাহে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিক

- অর্থবছর'২৫ এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) বিদ্যমান ১১.৫০ শতাংশ এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) বিদ্যমান ৮.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ছিল নিয়ন্ত্রিত, সে অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সময়ের মুদ্রানীতিতেও সংযত ও সংকোচনমূলক ভঙ্গি অনুসৃত হয় এবং ব্যাপক মুদ্রা (গ২) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.৪ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বিদ্যমান ১৭.৮ শতাংশ হতে ১৯.৮ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯.৮ শতাংশে অপরিবর্তিত এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- টাকা/ডলার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিনিময় হার ব্যবস্থায় ক্রলিং পেগ পদ্ধতি অনুসরণ অব্যাহত রাখা যা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা এবং নমনীয়তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এই কাঠামোটি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সহজতর করবে যা প্রবাসী আয়ের আন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় শক্তিশালীকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;
- ব্যাংকিং খাতের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সম্পদ মান পর্যালোচনার (Asset Quality Review) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের উপর তদারকি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই সংস্কার উদ্যোগগুলো ব্যাংকিং খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আস্থা পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যাংকিং খাত নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও এএফআইয়ের উদ্যোগে জয়েন্ট লার্নিং প্রোগ্রাম

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ বিদেশি অতিথিবর্গ

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং Alliance for Financial Inclusion (AFI)-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে ৩-৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে Joint Learning Programme on Advancing Women's Financial Inclusion, Leveraging Disaggregated Data and Digital Financial Service শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩২টি দেশের AFI এর সদস্য সংস্থা থেকে মোট ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। AFI এর ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার Chee Soo Yuen উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হন। এছাড়াও উদ্বোধনী দিনে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা। চারদিনব্যাপী এ আয়োজনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন, নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ, AFI এর পলিসি ম্যানেজমেন্টের প্রধান Audrey Hove এবং AFI ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

Joint Learning Programme-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থায় দায়িত্বশীল পদে কর্মরত নারী কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশ হিসেবে আলোচনার পাশাপাশি দেশের কয়েকজন নারী উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের নিয়ে এ ধরনের আয়োজনের ফলে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রায়োগিক সুফলের বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং এজন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান বিভিন্ন পলিসিকে কিভাবে আরও প্রাসঙ্গিক করা সম্ভব সেসব বিষয়ে বক্তাগণ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এ কর্মশালাটি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে বিভিন্ন দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দরিদ্র, উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর নীতি নির্ধারকদের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তথ্য ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে Alliance for Financial Inclusion (AFI) নামে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের ৮৩টি দেশের ৯০টি প্রতিষ্ঠান এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে AFI এর সদস্যপদ গ্রহণ করে।

সদস্যপদ গ্রহণের পর থেকেই AFI এর পরিচালনা পর্ষদ, পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন কমিটি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপসহ নানা ফোরামে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

রুরাল ফাইন্যান্স স্টাডি শীর্ষক গবেষণার ড্রাফট রিপোর্ট উপস্থাপন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কম্প্রিহেনসিভ রুরাল ফাইন্যান্স স্টাডি শীর্ষক গবেষণা রিপোর্টটির প্রথম ড্রাফট প্রেজেন্টেশন বিষয়ক সেমিনার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ও প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড কো-অর্ডিনেশন কমিটির (PICC) এর সভাপতি ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, তফসিলি ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, রেগুলেটরি সংস্থা, একাডেমিকস্, গবেষকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) (গ্রেড-১) ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও PICC এর সভাপতি ড. মোঃ হাবিবুর রহমান গ্রামীণ অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও বস্তুনিষ্ঠ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের আলোকে সংশ্লিষ্ট সবাই ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক ও PICC এর সদস্য-সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এরপর InM এর রিসার্চ ফেলো ড. ফারহানা নার্গিস কম্প্রিহেনসিভ রুরাল ফাইন্যান্স স্টাডি গবেষণা কর্মের ফার্স্ট ড্রাফট রিপোর্ট উপস্থাপন করেন এবং এর উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন InM এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী। ফার্স্ট ড্রাফট রিপোর্টের উপর প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM) এর সুপার নিউমারারি অধ্যাপক মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া, এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM) এর চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কম্প্রিহেনসিভ রুরাল ফাইন্যান্স স্টাডির কর্মপন্থা অনুযায়ী InM কর্তৃক উক্ত গবেষণার প্রথম খসড়া রিপোর্ট তৈরি এবং এর উপর একটি প্রেজেন্টেশন করার উল্লেখ রয়েছে।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

ডেপুটি গভর্নরগণের উপস্থিতিতে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বিভিন্ন সংগঠনসহ ব্যাংকের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে সকল সংগঠনের সমন্বয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও ড. মোঃ কবির আহাম্মদ। বিএফআইইউ হেড এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলামসহ নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

দিনের শুরুতে সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার।

ডেপুটি গভর্নরবৃন্দসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যাংক চত্বরের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সংঘ, অধিকোষসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর ভাষা আন্দোলনসহ স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল শহীদের আত্মত্যাগের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ডেপুটি গভর্নরসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে ব্যাংক চত্বরে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন।

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার অর্ধনমিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন

প্রভাত ফেরিতে ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, বিএফআইইউ প্রধানসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন

ট্রান্সফরমিং দ্য পেমেন্ট ল্যান্ডস্কেপ: এন এরা অব এভ্যালুয়েশন শীর্ষক অনুষ্ঠান

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে আপগ্রেডেড RTGS ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত Transforming the Payment Landscape : An Era of Evolution শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দেশে কর্মরত তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর বলেন, বিগত একযুগে পেমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে; এখন এই সুবিধাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও, যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক পেমেন্ট ইকোসিস্টেম তৈরিসহ এ ব্যবস্থাসমূহকে আরও নিরাপদ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ইন্টার অপারেবিলিটির সুযোগ রয়েছে, যা নিয়ে শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করা হবে। আর্থিক খাতেও ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে একই সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ এ সুযোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গভর্নর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় RTGS ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ খাইরুল এনাম সেমিনারে আপগ্রেডেড RTGS ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। সমাপনী বক্তব্যে পরিচালক মোঃ শরাফত উল্লাহ খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক ক্লিয়ারিং সিস্টেম উদ্বোধনের মাধ্যমে আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমের পথে যাত্রা শুরু হয়। ২০১১ সালে যুক্ত হয় ইএফটি নেটওয়ার্ক। এ সাফল্যের পথে যুক্ত হয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ ও আরটিজিএস। ব্যক্তিখাতে যুক্ত হয়েছে এমএফএস, পিএসপি এবং পিএসও। আমাদের বিভিন্ন পরিশোধ ব্যবস্থার সমন্বয়ে বর্তমানে একদিকে বিভিন্ন পরিশোধ যেমন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা, উপবৃত্তি ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি সরকারের রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে; যাতে জনসাধারণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সেবা ব্যবহার যেমন এটিএম, পিওএস, মার্চেন্ট পেমেন্ট, অনলাইন ট্রান্সফার, ই-কমার্স পেমেন্ট, ইউটিলিটি বিল পেমেন্টসহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণও সম্ভব হচ্ছে। এসব লেনদেনের অনেকটাই এখন ইন্টারঅপারেবল করা হয়েছে জাতীয় পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে। অতি সম্প্রতি আরটিজিএস ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আধুনিক এ আরটিজিএস অধিকতর ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে, স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পৃথক করা হয়েছে, কাস্টমার ক্রেডিট কনফারমেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সরকারি লেনদেনের জন্য আলাদা শিডিউল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং লেনদেন সময় ২৪/৭ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ব্যাংক প্রাঙ্গণে অধিকোষ আয়োজিত বইমেলা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক সাহিত্যকর্মীদের সংগঠন অধিকোষ ব্যাংক প্রাঙ্গণে বইমেলা আয়োজন করে। গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বইমেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, বিএফআইইউ প্রধান এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম এবং গভর্নরের ব্যাংক সংস্কার বিষয়ক উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ। এছাড়া নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক, ব্যাংক পরিচালিত স্কুল কমিটির সভাপতি বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর অধিকোষের সাহিত্য সম্ভারের উদ্বোধন করেন

অধিকোষের সভাপতি ও পরিচালক লিজা ফাহমিদা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। গভর্নর অতিথিদের নিয়ে অধিকোষ বার্ষিকী ২০২৪ 'অরুণোদয়' এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লেখার পাশাপাশি অরুণোদয়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ ও বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় মতিঝিলের ১২ জন শিক্ষার্থীকে 'অধিকোষ ক্ষুদে লেখক পুরস্কার ২০২৫' প্রদান করা হয়। গভর্নর শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও উপহার হিসেবে বই তুলে দেন। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে গভর্নর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরপর গভর্নর অতিথিবৃন্দকে নিয়ে সপ্তাহব্যাপী বইমেলা স্টল 'অধিকোষ সাহিত্য সম্ভার' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

নির্বাহী পরিচালকদের বিদায় সংবর্ধনা

অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকদের মাঝে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও বিএফআইইউ প্রধান

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১ জন নির্বাহী পরিচালকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সচিব বিভাগের উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, বিএফআইইউ প্রধান এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম এবং গভর্নরের ব্যাংক সংস্কার বিষয়ক উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ। নির্বাহী পরিচালক মোঃ ফোরকান হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী এবং বর্তমানে কর্মরত নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, বিদায়ী কর্মকর্তাদের সফল কর্মজীবনের শেষে এ সংবর্ধনা দিতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক গর্বিত। বিদায়ী কর্মকর্তারা এ প্রতিষ্ঠানের গর্বিত ঐতিহ্যের অংশীদার। গভর্নর বিদায়ী অতিথিদের অবসর জীবনে লেখালেখি, শিক্ষকতা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে বিদায়ী অতিথিগণ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিদায়ী অতিথিদের জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে বিভিন্ন কাজে নিজেকে যুক্ত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী কর্মজীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ে লেখালেখির আহ্বান জানান।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ বিদায়ী কর্মকর্তাদের অবসর জীবনে সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। বিএফআইইউয়ের প্রধান কর্মকর্তা এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম বিদায়ী অতিথিবৃন্দকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। গভর্নরের ব্যাংক সংস্কার বিষয়ক উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ তার বক্তব্যে বিদায়ী কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সবসময় পাশে থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের মধ্যে মোঃ জুলকার নায়েন, কাজী রফিকুল হাসান, মোঃ আব্দুল মান্নান, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এবং মোঃ রজব আলী তাদের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মজীবন উপস্থাপন করা হয়। পরে বিদায়ী অতিথিদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনা, ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী নির্বাহী পরিচালকগণ হলেন- মোঃ আবুল বশর, মোঃ জুলকার নায়েন, মোহাম্মদ মামুনুল হক, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মান্নান, মোঃ রজব আলী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মোঃ নূরুল আমীন, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ মর্তুজ আলী এবং কাজী রফিকুল হাসান।

সহকারী পরিচালক ১৯৯৩ ব্যাচের আয়োজনে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অবসরউত্তর ছুটিতে গমনকারী নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল হাসান ও মোঃ মর্তুজ আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

যোগাযোগ বিষয়ক কর্মশালা

নির্বাহী পরিচালক, রিসোর্স পারসন ও ডিসিপির পরিচালকের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগাযোগ উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Communication- Its Role, Importance and Impact শীর্ষক কর্মশালা ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অতিথি বক্তা হিসেবে PricewaterhouseCoopers (PwC)-এর পার্টনার অরিজিত চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগের বিভিন্ন দিক, এর প্রযোজনীয়তা, যোগাযোগের উপযুক্ত ব্যবহার ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে বিশ্বায়নে যোগাযোগ কিভাবে ভূমিকা রাখছে তার উপর বিশদ আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেশন শেষে প্রধান আলোচক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন

শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিলে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ তারুণ্য উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ঘোষিত দেশব্যাপী তারুণ্যের উৎসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং ব্যাংকিং নীতি ও প্রবিধি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাহবুবুর রহমানসহ অন্যান্য অতিথি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব মোঃ রেজাউল মাকসুদ জাহেদী শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক পরিবেশনাকে বর্তমান প্রজন্মের জন্য ইতিবাচক উল্লেখ করে বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে, তাই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঠিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা থাকতে হবে। বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি অনুপ্রেরণা ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। সভাপতি ও পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষকমণ্ডলীকে সচেতন থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। সেইসাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশুনার পাশাপাশি অন্যান্য সৃজনশীল বিষয়ে অনুশীলন অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেন।

বীড ফাউন্ডেশনের নির্দেশনায় বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিউট্রিশন ক্লাবের সদস্যরা কিশোর-কিশোরীবান্ধব স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বিদ্যালয় চত্বরে জুলাই বিপ্লবকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতি ও চিত্র পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানশেষে প্রধান অতিথি তারুণ্যের উৎসবের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করেন। তারুণ্য উৎসবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম শীর্ষক কর্মশালা

প্রধান অতিথি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

সরকারি লেনদেন 'ক্যাশলেস' করার উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রাহক হিসাবের সঠিকতা যাচাইয়ে অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম (এভিএস) শীর্ষক কর্মশালা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিবিটিএতে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ বিভাগের স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু অ্যানাবেল সার্ভিস ডেলিভারি (এসপিএফএমএস) কর্তৃক এভিএস বিষয়ক এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। সভাপতিত্ব করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও এসপিএফএমএস কর্মসূচির জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক বিলকিস জাহান রিমি। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি বিভাগের নির্বাহী পরিচালক দেবদুলাল রায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব আবুল বাশার মুহাম্মদ আমীর উদ্দীন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, এভিএস চালুর ফলে সরকারি লেনদেন আরও সহজ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব বিলকিস জাহান রিমি বলেন, এভিএস সিস্টেম বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সকল পেমেন্ট ক্যাশলেস করা এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) দেবদুলাল রায় এভিএস সম্পর্কে জানান, এভিএসে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি মডিউলের মাধ্যমে এনক্রিপশন ও ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন বলেন, এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ সঠিক প্রাপকের হিসাবে পৌঁছানো নিশ্চিত হবে।

কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং ৬১টি তফসিলি ব্যাংকের BACH সংশ্লিষ্ট ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ অংশগ্রহণ করেন।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং টেকনিক্যাল কমিটির সভা

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর স্ট্যান্ডিং টেকনিক্যাল কমিটির (STC) সভা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সদস্য দেশ মিয়ানমার, পাকিস্তান, বেলারুশ, ইরান, ভারত, নেপাল থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ACU সচিবালয়সহ শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, সভায় ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক এবং ACU Officer-in-Charge এ, কে, এম, কামরুজ্জামান ও অন্যান্য কর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহাম্মদ তার বক্তব্যে বর্তমান গতিশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডিং টেকনিক্যাল কমিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের সাব-কমিটিসমূহের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বিজনেস কন্টিনিউইটি সাব-কমিটির প্রতিবেদনে ACU কার্যক্রমের সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহার এবং আকু এগ্রিমেন্ট এবং এর প্রসিডিউর রুলস্‌ের কয়েকটি অংশে সংশোধনীর উপর আলোচনা হয়। সভায় ইনফরমেশন টেকনোলজি সাব-কমিটির প্রতিবেদনে ACUMER বাস্তবায়ন, আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের পেমেন্ট সিস্টেম সহজীকরণ এবং ACU এর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি প্রচলনের উপর আলোকপাত করা হয়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের কর্মপদ্ধতির বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপিত হয়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের মাধ্যমে ২০২৪ সালে মোট লেনদেনের পরিমাণ ১৮,৭৩৭.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২৩ সালের তুলনায় ২১.৯০ শতাংশ বেশি বলে সভায় জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ও ACU Officer-in-Charge এ, কে, এম কামরুজ্জামান সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ACU এর ব সংস্থাটির সদর দপ্তর ইরানের তেহরানে অবস্থিত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, বেলারুশ, মরিশাস ও ইরান- এই ১১টি দেশ ACU এর বর্তমান সদস্য।

সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মশালা

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির এ, কে, এন, আহমেদ অডিটোরিয়ামে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড নিডস্ অ্যানালাইসিস শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির পরিচালক (আইসিটি) মোঃ মতিয়র রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) ও রিসোর্স পারসন মোহাম্মদ জাকির হাসান। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক মোঃ গোলাম সারোয়ার, বেসিস-জাপান ডেস্কের সভাপতি এ.কে.এম. আহমেদুল ইসলাম বাবু এবং জাইকা বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা শাজি আকিহিরো।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিং সেক্টরে সাইবার সিকিউরিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, সাইবার সিকিউরিটির উপর ব্যাংকিং সেক্টরে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা প্রয়োজন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী পাইপলাইনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এলেন ওয়াটানাবি সাইবার সিকিউরিটির নানা দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, সাইবার সিকিউরিটির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ব্যাংকিং সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরির কোনো বিকল্প নেই। তিনি কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে ডিফেন্ডিং টুডে, সিকিউরিং টুমরো মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

পাইপলাইনের সাইবার সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ডার্ক ওয়েব ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইনসাইটস এবং সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আজিম উদ্দিন অ্যাটাক সারফেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড জিরো ডে মাইগ্রেশনের ওপর বিশদ আলোচনা করেন।

কর্মশালায় প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি, জাইকা বাংলাদেশের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর কাটাসুকি নাহো, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ শাহরিয়ার রহমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক (আইসিটি) ফাহাদ জামান চৌধুরী। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক এবং একাডেমির অনুষদ সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মানিটারি পলিসি ফর ফরমুলেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন শীর্ষক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে মানিটারি পলিসি ফর ফরমুলেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৯-২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া, কোর্স ডিরেক্টর পরিচালক (গবেষণা) মোঃ আব্দুল ওয়াহাব এবং কোর্স কোঅর্ডিনেটর যুগ্মপরিচালক মোঃ সামসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ কোর্সটিকে সমসাময়িক ও অত্যন্ত কার্যকর বলে উল্লেখ করেন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকের সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের International Operational Risk Working Group এর সদস্যপদ অর্জন

কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অপারেশনাল মানিটারি ও সুপারভাইজরি অথরিটিসমূহের পরিচালনাগত ঝুঁকি (Operational Risk) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম International Operational Risk Working Group (IORWG) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা সাধন এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে ব্যাংক অব স্পেনের উদ্যোগে ২০০৫ সালে বিশ্বের ১৭টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বয়ে IORWG গঠিত হয়। গ্রুপটির সচিবালয় স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত। ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ব্যাংক অব জাপান প্রভৃতি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বর্তমানে পৃথিবীর শতাধিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য। এছাড়া বেশ কয়েকটি দেশের মানিটারি/সুপারভাইজরি অথরিটি এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস্ ও ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক গ্রুপটির সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। IORWG এর ১২৭তম সদস্য হলো বাংলাদেশ ব্যাংক।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সেফগার্ডস অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট-২০২২ এর সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর ২৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের প্রশাসনিক পরিপত্র নং ৪৭ এর মাধ্যমে এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ইআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। মঞ্জুরিকৃত ৩৮টি পদের বিপরীতে এ ইউনিটে পরিচালকসহ ছয়জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়। বর্তমানে ইউনিটের কার্যক্রম বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের একটি অংশ ব্যবহার করে পরিচালিত হলেও, খুব শীঘ্রই সেনাকল্যাণ ভবনে নবম তলায় বরাদ্দকৃত স্থানে স্থানান্তরিত হবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঝুঁকির সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের/বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকির ধরনের পার্থক্য থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক বিভাগ গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইতোমধ্যে IORWG এর সদস্য হিসেবে তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নবগঠিত ইআরএম ইউনিট বিগত ডিসেম্বর মাসে গভর্নরের অনুমোদনক্রমে IORWG এর সদস্যপদ অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংককে IORWG এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গ্রুপটির চার্টার অনুসারে সংস্থাটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইআরএম ইউনিটের পরিচালকসহ তিনজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, IORWG এর সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বৈশ্বিক মানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বেস্ট প্র্যাকটিসের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনাগত ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর নীতি ও কৌশল প্রণয়নে সহায়ক হবে।

প্রসঙ্গত, কার্যকরভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইআরএম ইউনিট গঠনের পাশাপাশি তিন স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। ইআরএম ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংকের অপারেশনাল, ফাইন্যান্সিয়াল ও সাইবার ঝুঁকি সনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পদ্ধতি ও নীতি/কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এছাড়া, যথাযথভাবে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ, Key Risk Indicator প্রস্তুতকরণ, Risk tolerance limit/threshold নির্ধারণ এবং Risk Culture অনুশীলনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ইআরএম ইউনিটের দাপ্তরিক কার্যক্রম দশ সদস্যবিশিষ্ট Enterprise Risk Management Committee (ERMC) তত্ত্বাবধান করবে। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। ইআরএম ইউনিটের পরিচালক কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চারজন পরিচালকের সমন্বয়ে Board Risk Management Committee (BRMC) গঠন করা হয়েছে। ইআরএম ইউনিট, BRMC এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি-কাঠামো গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন এবং risk appetite level নির্ধারণে পরিচালক পর্ষদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

ইআরএম ইউনিটের পরিচালক ও অন্য কর্মকর্তাগণ

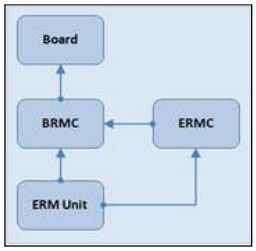

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগারের আয়োজনে জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ মেয়াদে ৩১ জন ইন্টার্নশিপ শিক্ষার্থী নিয়ে ১২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ২৪তম লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরির প্রোজেকশন রুমে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার, আঞ্জুমান আরা ও শশাংক কুমার সিংহ। এছাড়াও লাইব্রেরির অন্যান্য কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লাইব্রেরির সহকারী পরিচালক নাহিদা ইসলাম ও আমিনুল ইসলাম লাইব্রেরির কার্যক্রম, ব্যবহারবিধি এবং বিভিন্ন সেবা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দসহ গ্রন্থাগারের পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা

পিঠা উৎসব

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত পিঠা উৎসবে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওছমান গণি, পরিচালক শবরী ইসলাম ও বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এ ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পিঠা উৎসবে অংশ নেন নির্বাহী পরিচালক ছৈয়দ আহমদ। বিভাগের পরিচালক মোঃ দেওয়ান সিরাজসহ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের আয়োজনে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পিঠা উৎসবে পরিচালক নুরুন্নাহার ও সেলিম আল মামুন এবং বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পিঠা উৎসবে বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটের উদ্যোগে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর অর্থায়নে ও Research and Policy Integration for Development (RAPID) এর কারিগরি সহায়তায় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সিলেট ক্লাব লিমিটেডের কনফারেন্স কক্ষে নারী চা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন এটুআই প্রোগ্রামের জেন্ডার স্পেশালিস্ট নাহিদ শারমিন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ড. শাহ্ মোঃ আহসান হাবিব এবং RAPID এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ। নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ক একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় চা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারী প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ ব্যাংক, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ও সমবায় অধিদপ্তর, ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডার, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা, এনজিও থেকে মোট দু'শ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে বক্তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের তাৎপর্য তুলে ধরে নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বর্তমান চিত্র, প্রতিবন্ধকতা এবং ত্বরান্বিতকরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি

চট্টগ্রাম অফিস

রিস্ক বেইজ্ড সুপারভিশন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) সম্পর্কে সচেতনতা এবং এ বিষয়ে তাদের কার্যকর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে আরবিএস বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অফিসের সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান।

কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক এবং চট্টগ্রাম অফিসের উপস্থিত পরিচালকবৃন্দ আরবিএসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রধান কার্যালয়ের পরিচালকগণ অফ-সাইট ও অন-সাইট সুপারভিশন পদ্ধতি, আরবিএস বাস্তবায়নে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের ভূমিকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের আরবিএস ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা প্রদান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসগুলোর জন্য নির্ধারিত কর্মপরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী অফিস

আরবিএস বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসসমূহে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) সম্পর্কে সচেতনতা এবং এ বিষয়ে তাদের কার্যকর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে আরবিএস বিষয়ক একটি আয়োজন করা হয়। অফিসের সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত এই কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক। সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন।

প্রধান অতিথি ও অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালকদ্বয় এবং রাজশাহী অফিসের পরিচালকবৃন্দ আরবিএস এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রধান কার্যালয়ের পরিচালকগণ অফ-সাইট ও অন-সাইট সুপারভিশন পদ্ধতি, আরবিএস বাস্তবায়নে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের ভূমিকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের আরবিএস ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা প্রদান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসগুলোর জন্য নির্ধারিত কর্মপরিধি বিষয়ে একটি বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী অফিস

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের ভবনে আলোকসজ্জা

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইনের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অফিসের সভা কক্ষে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আখতার আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শামসুল আরেফীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রথীন কুমার পাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন। বিদায়ী অতিথি রাজশাহী অফিসে কর্মকালীন সহযোগিতার জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি অফিসের সার্বিক বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নয়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন।

বদলিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালককে অফিসের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হয়

নির্বাহী পরিচালক বদলিপ্রাপ্ত পরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করেন

রাজশাহী অফিসের পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যার খুলনা অফিসে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আখতার আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রথীন কুমার পাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ বিদায়ী অতিথিকে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন।

গ্রন্থাগারের নামফলক উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে গ্রন্থাগারের নামফলক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পরিচালক রথীন কুমার পাল এবং অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দসহ অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক জ্ঞান অন্বেষণ ও চর্চার জন্য অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যুগ্ম পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন যুগ্ম পরিচালক মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী ও অফিসার (এক্স ক্যাডার) মোঃ মেহেদী হাসান।

নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন গ্রন্থাগারের নামফলক উদ্বোধন করেন

বগুড়া অফিস

বদলিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহেদ আলীকে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার

বদলি উপলক্ষে বিদায় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহেদ আলীর ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) এ বদলি উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বগুড়ার উদ্যোগে ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি যুগ্মপরিচালক এস. এম. সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক মোঃ সরোয়ার হোসেন এবং পরিচালক আবু সাঈদ মোঃ আরিফ-উল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বগুড়ার উদ্যোগে ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার চরবাটিয়া গ্রামের ১৬০ জন অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধী শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক আবু সাঈদ মোঃ আরিফ-উল-ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার বলেন, যার যার অবস্থান থেকে সচেতন দেশবাসী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন শীতার্ত প্রান্তিক মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করলে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তীব্র শীতের কষ্ট থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে। তিনি শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগের প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বগুড়া অসহায় প্রান্তিক মানুষদের পাশে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বগুড়ার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন

ময়মনসিংহ অফিস

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহের উদ্যোগে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাহবুবউল হক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (জিটিআই) মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ এনামুল করিম খান সুষ্ঠুভাবে টুর্নামেন্ট সফল করার জন্য ক্লাব সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি সকল টিম থেকে সেরা খেলোয়াড়দের বাছাই করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আন্তঃঅফিস টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুত করতে ক্লাবকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করেন এবং বিজয়ী ফিউরিয়াস ফাইটার্স দলের অধিনায়ক মোঃ তানভীর আলী ফকিরের হাতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিসহ পুরস্কার তুলে দেন। ফাইনাল ম্যাচে রাইজিং ফিনিক্স স্পিড ব্রেকারকে সাত উইকেটে পরাজিত করে। টুর্নামেন্টে সেরা পারফরম্যান্সের জন্য স্পিড ব্রেকার দলের আশেক বিল্লাহ ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টের সম্মাননা লাভ করেন। ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মোঃ মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্ব ও সদস্য আকরাম হোসেনের সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক মোঃ রায়হান কবিরসহ ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির সাথে ট্রফি হাতে চ্যাম্পিয়ন দল

সিলেট অফিস

মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং শীর্ষক কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সিলেট অফিসের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান, পরিচালক খালেদ আহমদ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল হাসেম এবং বিবিটিএর পরিচালক প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান

উদ্বোধনী বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান ব্যাংকিং পেশায় নির্ভুল এবং সঠিক রিপোর্টিংয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। কোর্সে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৩৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির সাথে চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

ক্রিকেট লীগ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেট আয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রিকেট লীগ, সিজন-৫ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের আউটার ফিল্ডে ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের পরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম। ফাইনাল খেলায় হবিগঞ্জ হারিকেনস আট উইকেটে সিলেট স্ট্রাইকার্সকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক খালেদ আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ রান ও উইকেট সংগ্রহ করে মোঃ লস্কর মাহাদী আরিফ টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও মোঃ সাইদুর রহমান ফাইনাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, প্রবন্ধ, ফিচার, কলাম, গল্প এবং অনুগল্প, ধারাবাহিক গল্প, পদ্য, কবিতা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আঁকা ছবি, নিজের তোলা বিষয়ভিত্তিক ফটোগ্রাফি ও ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : aziza.begum@bb.org.bd।

পবিত্র রমাদান এর তাৎপর্য ও শবে ক্বদর তালাশ

নুরুন্নাহার

মানব জীবনের ও ইসলামের অমূল্য শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং তাৎপর্য বহনকারী কতগুলো বিশেষ দিবস রয়েছে। দিবসগুলোর মধ্যে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, আশুরা, শবে মিরাজ, শবে বরাত, রমাদান, শবে ক্বদর, ঈদ-উল-ফিতর, হজ্জ ও ঈদ-উল-আযহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্য, ত্যাগ, সংযম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক এসব দিবস আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক সর্বোপরি সামাজিক জীবনে আনে শান্তি ও কল্যাণ। শুধু তাই নয়, আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধি প্রতিফলিত হয়। এই দিবসগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহর আদেশ পালনের অনিবার্যতা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই দিবসগুলোর প্রকৃত উদ্‌যাপন মানব অন্তরের ঈমান জাগ্রত করে এবং সমাজে ন্যায়, সাম্য ও ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

রমাদান বা রমজান: ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ রোযা। রমাদান বা রমজান শব্দের অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম, সূর্যের খরতাপে পাথর উত্তপ্ত হওয়া, সূর্যতাপে উত্তপ্ত বালু বা মরুভূমি, মাটির তাপে পায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়া; পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া; সেদ্ধ হওয়া, জ্বর, তাপ ইত্যাদি। রমাদানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় রোযাদারের পেটে আগুন জ্বলে। পাপ-তাপে পুড়ে ছাই হয়ে রোযাদার রমাদান মাসে নিষ্পাপ হয়ে যায়। হাদিস শরিফে এই মাসকে 'রমাদান আল মোবারক' বরকতময় রমাদান বা প্রাচুর্যময় রমাদান এবং 'রমাদান আল করিম' সম্মানিত ও মহিমান্বিত রমাদান নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রোযাকে আরবি ভাষায় বলা হয় 'সিয়াম'। সিয়াম বহুবচন, একবচন 'সওম' অর্থ বিরত থাকা। ফারসি, উর্দু, হিন্দি ও বাংলায় সওমকে 'রোযা' বলা হয়। পবিত্র কোরআনে এসেছে: 'হে মু'মিনরা (যারা ঈমান এনেছ)! তোমাদের উপর 'সিয়াম' ফরজ করা হল (এর ফরজ বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে), যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর; যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার' (তাকওয়া অবলম্বন করতে পার')-(সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)।

খোশ আমদেদ-রমাদান মাস। 'হে আল্লাহ রজব ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন এবং রমাদান আমাদের নসিব করুন।' এই আকুল প্রার্থনা কবুল হলো। তাই আনন্দচিত্তে সুস্বাগতম মাহে রমাদানকে। রহমতের বারিতে স্নাত হয়ে ক্ষমার মহিমায় উজ্জীবিত নব জীবন লাভ করে, নাজাত বা অনন্ত মুক্তির নতুন দিগন্তের জান্নাতি আহ্বানে অফুরান কল্যাণের পথে অভিযাত্রার সুবর্ণ সুযোগ মাহে রমাদান। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন রমাদান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়; শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় (সহীহ বুখারি, খণ্ড-৩, হাদিস-১৭৭৮)। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের সওগাত নিয়ে এল মাহে রমাদান।

রমাদান মাস পাওয়ার মতো সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! আমরা যদি এ মাসের প্রতিটি আমল সুন্নাহ পদ্ধতিতে আমল করতে পারি তবেই আমাদের রমাদান পাওয়া সার্থক হবে। কেননা হাদীসে এসেছে 'যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেল অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না সে ধ্বংস হোক।' আল্লাহ তা'আলা আমাদের রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার তওফিক দিন-আমিন।

রমাদান মাস আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নিয়ামত। সওয়াব অর্জন করার মৌসুম। এ মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রহমত-বরকত ও নাজাতের মাস রমাদান মাস। পবিত্র কোরআনে এসেছে: 'রমাদান মাস হল সেই মাস যার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের পথ প্রদর্শক, সত্য পথের উজ্জ্বল নিদর্শন, হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পায় সে যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে অন্য সময়ে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করবে-(সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৫)।

মহানবী হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমাদান মাসে সওম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' (বুখারি শরিফ-প্রথম খণ্ড,৩৭)।

ইসলামি বর্ষপঞ্জির নবম মাস রমাদান, যার জন্য মুসলমানরা ব্যকুল হয়ে থাকেন। এই মাসে সিয়াম সাধনা করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য ফরজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রমাদান মাস সেই মাস, যে মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে মানবজাতির জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে' (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৫)।

রমাদান কেবল সংযমের মাস নয় এটা তাক্বওয়া তথা আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য ধারণ, ত্যাগ এবং সমাজের দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সহমর্মিতা শিক্ষা দেয়। এই মাসে যাকাত, সাদাকাহ্ এবং সাদাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সমাজে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রমাদান মুসলমানদের জন্য আল্লাহর করুণা লাভ এবং মানব জীবনে আত্মিক উন্নয়নের অবারিত সুযোগ এনে দেয়। প্রিয় মহানবী হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমাদান মাসে রাতে ইবাদত করবে, তারাবির নামাজ আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' (বুখারি শরিফ-প্রথম খণ্ড, ৩৬)।

রমাদান মাসে রবের করুণার পরম পূর্ণতার রাত্রি লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর তথা মহিমাময় মহা মর্যাদাপূর্ণ সম্মানিত রজনী। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে(বুখারি শরিফ-প্রথম খণ্ড,৩৪)।

হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন রোযাদারেরাই শুধু এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের প্রবেশের পরই এই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। তাদের ছাড়া আর কেউই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না-(বুখারি শরিফ-তৃতীয় খণ্ড, ১৭৭৫)। রমাদান মাসে প্রতিটি নেক আমলের ফজিলত সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এক একটি নফল ইবাদতের সওয়াব বা বিনিময় ফরজ ইবাদতের সমান দান করা হয়। তাই রমাদানে কোরআন পড়ুন, কোরআন বুঝুন, কোরআনের আদেশের ন্যায় জীবন গড়ুন। মহান আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন-আমিন।

প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ও সুস্থ সব নারী-পুরুষের জন্য রমাদান মাসে রোযা পালন বাধ্যতামূলক ফরজ ইবাদত। সন্তান প্রসবকারী মা, অসুস্থ ব্যক্তিরা রোযা পরবর্তী সময়ে কাযা আদায় করবেন। এমন অক্ষম ব্যক্তি, যিনি পুনরায় সুস্থ হয়ে রোযা পালনের সামর্থ্য লাভের সম্ভাবনা খুবই কম, তারা রোযার জন্য ফিদিয়া প্রদান করবেন। প্রতিটি রোযার জন্য একটি সদকাতুল ফিতরের সমান দান করবেন। জাকাত গ্রহণের উপযুক্তদেরই এই ফিদিয়া প্রদান করা যাবে। রমাদানের পবিত্রতা রক্ষা করুন। রমাদানে ইবাদতের পরিবেশ বজায় রাখুন। রমাদানের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ যথাযথ পালন করুন। দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করুন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'রোযা আমারই জন্য, আমিই এর বিনিময় প্রতিদান দেব'-(বুখারি শরিফ-দ্বিতীয় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২২৬)।

রমাদান মাসের ফযিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'রমাদান-বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে বঞ্চিত হলো মহা কল্যাণ হতে"(তিরমিযি-৬৮৩)।

রমাদান মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে, যেগুলো পালন করার শর্ত রয়েছে। ঐ শর্তগুলো মেনে পালন করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ্। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো:

এক: ইখলাস। একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য আমল করা। যে আমল টাকা উপার্জন, নেতৃত্ব অর্জন ও সুনাম-খ্যাতি অর্জনের জন্যে সে আমলে ইখলাস থাকবে না অর্থাৎ এসব ইবাদত বা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না বরং তা ছোট শিরকে রূপান্তরিত হতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ্, আয়াত-৫)।

দুই: ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ। পবিত্র কোরআনে এসেছে "এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও" (সূরা হাশর, আয়াত-৭৫)। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: 'যে এমন ইবাদত করল যাতে

আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে'(সহীহ মুসলিম:৪৫৯০)।

রমাদান মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. সিয়াম পালন করা: ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি হল সিয়াম। আর রমজান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন: 'তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পায় সে যেন রোযা রাখে'-(সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৫)। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'-(বুখারি শরিফ-২০১৪)।'যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য একদিন সিয়াম পালন করবে, তাদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তী স্থানে রাখবেন'(সহীহ মুসলিম:২৭৬৭)।

২. সময়মতো সালাত আদায় করা: সিয়াম পালনের সাথে সাথে সময়মতো সালাত আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসা'র ১০৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 'নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ'। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের এত নিকটবর্তী? তিনি বলেন: 'সময়মতো সালাত আদায় করা'(সহীহ মুসলিম:২৬৩)।

৩. সহীহভাবে কোরআন শেখা: রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসের অন্যতম আমল হলো সহীহভাবে কোরআন শেখা। কোরআন শিক্ষা ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আলাক্ব: আয়াত ১)। রাসুলুল্লাহ (সা.) কোরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন: 'তোমরা কোরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর'।

৪. অপরকে কোরআন শেখানো: অপরকে কোরআন শেখানোর উত্তম সময় রমজান মাস। এ মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে সাহাবীদের কোরআন শেখাতেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' (সহীহ বুখারী:৫০২৭)। তিনি আরো বলেন: 'যে আল্লাহর কেতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দিবে, যত তিলাওয়াত হবে তার সওয়াব সে পাবে'।

৫. সাহরি খাওয়া: সিয়াম পালনে সাহরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এতে বরকত রয়েছে। হাদীসে আছে: 'সাহরি হলো বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরি খাওয়া বাদ দিও না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরি খেয়ে নাও। কেননা সাহরির খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন'।

৬. সালাতুত তারাবীহ পড়া: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' (সহীহ বুখারী-২০০৯)। তারাবীহ এর সালাত ধীরস্থিরভাবে আদায় করতে হবে। জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ সালাত আদায় করবে তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সওয়াব দান করা হবে।

৭. বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা: এটি কোরআনের মাস। তাই এ মাসে অন্যতম কাজ হলো বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ' (সহীহ তিরমিযী:২৯১০)। রাসূল (সা.) রমাদান ব্যতীত কোনো মাসে এত বেশি তেলাওয়াত করতেন না।

৮. শুকরিয়া আদায় করা: রমাদান মাস পাওয়া একটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং আগামী রমাদান পাওয়ার জন্য তাওফিক কামনা করা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: 'আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদের যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর' (সূরা বাকারাহ আয়াত ১৮৫)। আল্লাহ আরো বলেন: "আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন" (সূরা ইবরাহীম আয়াত ৭)।

৯. কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা: এই মাসে একটি ভালো কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন' (তিরমিযী ৬৮৪)।

১০. সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করা,

১১. বেশি বেশি দান সাদকা করা,

১৩. উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা,

১৪. ইতেকাফ করা,

১৫. তওবা ও ইসতেগফার করা : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, খাঁটি তওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত' (সূরা ত্বাহ্‌রীম, আয়াত ৮)।

১৬. সামর্থ্য থাকলে ওমরা পালন করা। নবী (সা.) বলেছেন: 'রমাদান মাসে ওমরা করা আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমতুল্য' (সহীহ বুখারী -১৮৬৩)।

১৭. লাইলাতুল কদর তালাশ করা : রমাদান মাস এমন একটি মাস যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: 'কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম' (সূরা কদর-৪)। এ রাত্রে 'সওয়াব পাওয়ার আশায় ঈমানের সাথে ইবাদত করলে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' (বুখারী ৩৫)। এ রাত পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। লাইলাতুল কদরের রাতে শ্রেষ্ঠ দোয়া 'হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন'।

১৮. ইফতার করা: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে 'যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র'-(আবু দাউদ : ২৩৫৭)। 'পিপাসা নিবারিত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কারও নির্ধারিত হলো'-(আবু দাউদ : ২৩৫৭)। অপর বর্ণনায় রয়েছে-'হে আল্লাহ্! তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি'-(আবু দাউদ : ২৩৫৮)।

১৯. ইফতার করানো: অপরকে ইফতার করানো বিরাট সওয়াবের কাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা উচিত। হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না' (ইবনে মাজাহ: ১৭৪৬)।

২০. আল্লাহর যিকির করা: এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা চারটি বাক্যকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, তা হলো যে ব্যক্তি যিকির পড়বে, তার জন্য দশটি সওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে পড়বে, তার জন্য ত্রিশটি সওয়াব লেখা হয়, আর ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় (মুসনদে আহমান:১১৩৪৫)

রমাদান মাসে যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. সাহরি না খাওয়া ২. বিলম্বে ইফতার করা ৩. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা ৪. অপচয় ও অপব্যয় করা ৫. শেষের দশ দিন কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকা ৬. তিলাওয়াতের হক আদায় না করে কোরআন খতম করা ৭. জামা'আতের সাথে ফরজ সালাত আদায়ে অলসতা করা ৮. বেশি বেশি খাওয়া ৯. লোক দেখানো ইবাদত করা ১০. বেশি বেশি ঘুমানো ১১. জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য সংকট তৈরি করা ১২. অশ্লীল নাটক ও ছবি দেখা ১৩. অপ্রয়োজনীয় কাজে রাত জাগা ১৪. বিদ'আত করা ১৫. দুনিয়াবি ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা ইত্যাদি।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মহান আল্লাহ আমাদের রমাদানের সকল আমল মেনে চলার তৌফিক দান করুন-আমিন।

■ *লেখক : অতিরিক্ত পরিচালক, ডিসিপি. প্র.কা.*

ব্যাক টু ব্যাক আমদানি ব্যবস্থা

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা-৩

মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ

বাংলাদেশ থেকে যারা শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে থাকেন তাদেরকে স্থানীয় বাজার বা বৈদেশিক উৎস থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। বিপুল কাঁচামাল নগদ ক্রয় বা আমদানি করা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য দুঃসাধ্য। তাই, তারা বাকি মূল্যের চুক্তি বা ঋণপত্রের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করেন; তা দিয়ে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করেন; ঐ পণ্য রপ্তানি হয় এবং প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্য থেকে কাঁচামালের মূল্য পরিশোধ করেন। কাঁচামাল আমদানির এই পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। পূর্বে এই আমদানি কেবল ঋণপত্রের মাধ্যমে করা অনুমোদিত ছিল, বর্তমানে এটি চুক্তির মাধ্যমে করার অনুমোদন রয়েছে।

আবশ্যক বিষয়াদি

এই আমদানির ক্ষেত্রেও সাধারণ আমদানির অনুরূপ সকল নথি ও অনুমোদন আবশ্যক। যেমন- কোম্পানির হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স; কোম্পানির সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট; লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে- মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল, মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, শিডিউল-ঢ, ফর্ম- ঢ১১ ও বোর্ড রেজ্যুলেশন; পার্টনারশিপ কোম্পানির ক্ষেত্রে- পার্টনারশিপ ডিড, রেজিস্ট্রেশন ইন সার্টিফিকেট, ফরম-১ ও মালিকানা পরিবর্তন হয়ে থাকলে ফরম-৫/ফরম-৭ ও বোর্ড রেজ্যুলেশন; হালনাগাদ আইআরসি; আমদানিতব্য পণ্যের প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশন, বাণিজ্য সংস্থা বা চেম্বার অব কমার্সের সদস্যপদ সার্টিফিকেট; আয়কর ছাড়পত্র বা নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়কর ঘোষণাপত্র; মূসক নিবন্ধন সনদপত্র; যে কোনো ব্যাংকের একটি অথোরাইজড ডিলার (এডি) শাখায় ব্যাংক হিসাব।

অত্যাবশ্যক আরও কিছু শর্ত হচ্ছে- আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স থাকা। স্থানীয় বা বৈদেশিক- উভয় উৎস থেকে কাঁচামাল ব্যাক টু ব্যাক আমদানির জন্য এই লাইসেন্স থাকতেই হবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এই লাইসেন্সের বিপরীতে সম্পাদিত শুল্কমুক্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক আমদানির পরিমাণ ও প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন আবশ্যকতা নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, তুলা আমদানির জন্য এই লাইসেন্সের আবশ্যকতা শিথিল করা হয়েছে।

যাহোক, মনে রাখা দরকার, স্থানীয় বা বৈদেশিক উৎসের ব্যাক টু ব্যাক আমদানি শুধু শিল্প উৎপাদনকারী (ম্যানুফ্যাকচারার কাম এক্সপোর্টার) প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুমোদিত, ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়। কোনো ট্রেডার যদি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকেন, তথাপি তিনি স্থানীয় বাজার থেকে পণ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাক টু ব্যাক চুক্তি বা ঋণপত্র সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন না। তাই, স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি প্রযোজ্য হবে, কমার্শিয়াল আইআরসি নয়। আর, ব্যাক টু ব্যাক আমদানি চুক্তি গ্রহণ বা ঋণপত্র স্থাপনের পূর্বে আমদানিকারক তার সংশ্লিষ্ট পোশাক কর্তৃপক্ষের (যেমন- বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ ইত্যাদি) ইস্যুকৃত ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) গ্রহণ ও ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

ব্যাক টু ব্যাক আমদানি প্রক্রিয়া

ব্যাক টু ব্যাক আমদানিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পূর্ণ (আমদানি ও রপ্তানি-উভয়) প্রক্রিয়া বিদ্যমান। আবার, এটা নগদ মূল্যে (Sight) বা বিলম্বে পরিশোধ (Deferred) ব্যবস্থায় স্থাপিত হতে পারে। তাই, এটা ভালোভাবে বুঝতে হলে আগে আমদানি ও রপ্তানির পূর্ণ প্রক্রিয়া বুঝে নিতে হবে। এখানে পূর্ণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১) রপ্তানিকারী গ্রাহক প্রথমে কোনো রপ্তানি চুক্তি বা ঋণপত্র প্রাপ্ত হবেন এবং তা তার ব্যাংকে জমা দিয়ে তা রপ্তানি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবেদন করবেন। ব্যাংক শাখা ঐ চুক্তি/ঋণপত্রের বিষয়ে Due Diligence করবে সবকিছু ঠিক মতো পাওয়া গেলে ঐ রপ্তানি চুক্তি/ঋণপত্রটি লিয়েন চিহ্নিত করে রাখবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করবে।

২) এ পর্যায়ে গ্রাহক ব্যাক টু ব্যাক চুক্তি/ঋণপত্রের জন্য আবেদন করবেন। আবেদনের সাথে প্রো-ফর্মা ইনভয়েস (বা ইনডেন্ট), প্রযোজ্য ইন্স্যুরেন্স কভার নোট জমা এবং রপ্তানি পণ্য সংশ্লিষ্ট পোশাক কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) জমা দেবেন।

৩) ব্যাংক শাখা ঐ ইউডি ও প্রো-ফর্মা ইনভয়েসের পরিমাণ, যৌক্তিকতা ও সঠিকতা যাচাই করবে। নিশ্চিত হওয়া গেলে ব্যাংক শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে আইএমপি রিপোর্ট করবে। তবে, দেশের অভ্যন্তর থেকে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইএমপি প্রয়োজন হবে না।

৪) এ পর্যায়ে ব্যাংক শাখা ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ইস্যু করবে ও ঋণপত্র নম্বরটি ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করবে। আর, যদি চুক্তির বিপরীতে আমদানি হয় সেক্ষেত্রে গ্রহীতা ও সরবরাহকারীর মাঝে সম্পাদিত চুক্তিটি ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করবে। এই চুক্তি বা ঋণপত্র যদি EDF সুবিধার আওতাধীন হয় সেক্ষেত্রে তা নগদ মূল্যে স্থাপিত হবে। অন্যথায়, বিলম্বিত মূল্যে স্থাপিত হবে।

৫) এবার ব্যাক টু ব্যাক আমদানি চুক্তি/ঋণপত্রের সরবরাহকারী তার পণ্য জাহাজে/বিমানে/ট্রাকে তুলে দেবে এবং পরিবহণ নথি (বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/স্থানীয় হলে ট্রাক রিসিট) সংগ্রহ করবে।

৬) সরবরাহকারী কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইত্যাদি আবশ্যক ডকুমেন্ট প্রস্তুত করবে এবং এ সকল ডকুমেন্ট বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিটের সাথে করে তার ব্যাংকে জমা দেবে। স্থানীয় আমদানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব অরিজিন প্রযোজ্য হবে না।

৭) তখন সরবরাহকারীর ব্যাংক ব্যাক টু ব্যাক মূল্য পরিশোধ অথবা মূল্য পরিশোধের স্বীকৃতি/অ্যাক্সেপ্ট্যান্স দাবি করে একটি বিল তৈরি করবে এবং সরবরাহকারীর জমা দেওয়া সকল নথি-সহকারে কুরিয়ারে করে আমদানিকারকের ব্যাংকে পাঠাবে।

৮) ঐ বিল হাতে আসার পর ইস্যুয়িং ব্যাংক তা চুক্তি/ঋণপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখবে। কোনো ত্রুটি না থাকলে বিল হস্তগত হওয়ার পরবর্তী ৫ ব্যাংকিং দিবসের মধ্যে সাইট বিলের (EDF) ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করে দেবে; ডেফার্ড বিলের ক্ষেত্রে অ্যাক্সেপ্ট্যান্স প্রদান করবে; আর, ত্রুটি পাওয়া গেলে মেসেজ প্রদান করে স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকবে।

৯) স্থানীয় চুক্তি/ঋণপত্রের পণ্য সরাসরি এসে বন্ডেড ওয়্যারহাউসে ঢুকবে। আর, বৈদেশিক উৎসের পণ্য শুল্ক বন্দরে উপনীত হলে গ্রাহক ব্যাংক থেকে ডকুমেন্ট নিয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট মালামাল খালাস করবেন। খালাসকৃত মালামাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসে ঢুকবে।

১০) বৈদেশিক চুক্তি/ঋণপত্রের পণ্য খালাসকালে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিল অব এন্ট্রি ফর বন্ড প্রদান করে। বিল অব এন্ট্রি ফর বন্ড হচ্ছে পণ্য দেশে প্রবেশের প্রমাণ এবং বন্ড ব্যবস্থার অধীনে আমদানিকৃত পণ্য এর মনিটরিং ইন্সট্রুমেন্ট। সাইট বিলের মূল্য পরিশোধ ও ডেফার্ড বিলে অ্যাক্সেপ্ট্যান্স প্রদানের তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে উক্ত বিল অব এন্ট্রি ফর বন্ড ম্যাচিং করতে হয়।

১১) ব্যাক টু ব্যাক আমদানিকৃত পণ্য ব্যবহার করে গ্রাহক রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্রস্তুত করবেন। পণ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে EXP রিপোর্টিং করতে হবে। গ্রাহক নিজে বা তার পক্ষে ব্যাংক এই রিপোর্টিং করবেন।

১২) এরপর গ্রাহক তার পণ্য নিয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন

করবেন এবং EXP Form জমা দেবেন। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঐ EXP Form পরীক্ষা করবেন এবং পণ্যের বাহ্যিক দিক পরীক্ষণ সম্পন্ন করবেন। সন্তোষজনক হলে পণ্য জাহাজে তোলার অনুমোদন দেবেন। তারা EXP Form-এ সিলসহ স্বাক্ষর করেন এবং বিল অব এক্সপোর্ট ইস্যু করেন।

১৩) এরপর গ্রাহক তার পণ্য জাহাজে/বিমানে/ট্রাকে তুলে দেবেন এবং পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিট গ্রহণ করবেন।

১৪) গ্রাহক নিজে কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ও চুক্তি/ঋণপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য ডক্যুমেন্ট ও সার্টিফিকেট প্রস্তুত করবেন।

১৫) এখন গ্রাহক EXP Form, বিল অব এক্সপোর্ট, বিল অব লেডিং, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ও চুক্তি/ঋণপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য ডক্যুমেন্ট ও সার্টিফিকেট নিয়ে পণ্য জাহাজীকরণের ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেবেন।

১৬) পণ্য জাহাজীকরণের ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাংক শাখা পণ্য জাহাজীকরণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করবে।

১৭) পণ্য জাহাজীকরণের ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাংক একটি বিল তৈরি করে তার সাথে EXP Form, বিল অব এক্সপোর্ট, বিল অব লেডিং, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ও অন্যান্য ডক্যুমেন্ট ও সার্টিফিকেট বিদেশি ব্যাংকে পাঠাবে।

১৮) পণ্য জাহাজীকরণের সর্বোচ্চ ১২০ দিনের মধ্যে বিদেশি ব্যাংক থেকে রপ্তানির পূর্ণমূল্য বাংলাদেশে প্রত্যাবাসিত হতে হবে। ব্যাংক শাখা এই প্রত্যাবাসিত মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করবে।

১৯) রপ্তানি মূল্য থেকে ব্যাংক ব্যাক টু ব্যাক আমদানি মূল্য পৃথক করে রেখে দেবে। স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক আমদানির ক্ষেত্রে স্বীকৃতি মোতাবেক মূল্য পরিশোধ করে দেবে। আর, বৈদেশিক ব্যাক টু ব্যাক আমদানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি ফর বন্ডের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করবে। সাইট বিলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDF দায় পরিশোধ করবে।

২০) এরপর ব্যাংকটি মূল্য পরিশোধের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করবে। আর, এর মাধ্যমেই ব্যাক টু ব্যাক আমদানির পূর্ণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, এফআরটিএমডি, প্র.কা.*

বিশেষ কৃতিত্ব

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিবিআই-২ এর অতিরিক্ত পরিচালক হুমায়ূন কবিরের পুত্র এ,জেড,এম ইমতেনান কবির ২৬তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে এবং সিনিয়র গ্রুপে 'স্যাফ এআই' দলের সদস্য হিসেবে একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে অনুষ্ঠিত তার 'স্যাফ এআই' এর সাহায্যে অল্প মূল্যে পানি দূষণ সনাক্তকরণ এবং পরিশোধনের প্রকল্পটি ২০২৪ সালে ওয়াটার এইড বাংলাদেশ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনের জন্য seed funding লাভ করে। সে তার প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ স্টকহোম জুনিয়র ওয়াটার প্রাইজ ২০২৪-এ রানার্স-আপ হওয়ারও গৌরব অর্জন করে। ইমতেনান এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সাথে জিপিএ ৫ অর্জন করে।

ইমতেনানের এই সাফল্যে তার বড় ভাই প্রকৌশলী এ,জেড,এম তাহমিদুল কবির এবং মা কামরুন্নাহারের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

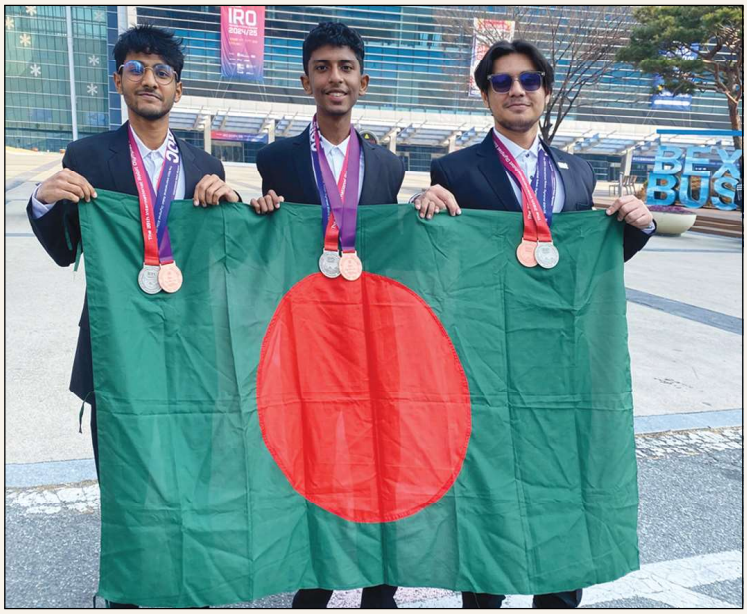

২০২৪ সালে এইচএসসি জিপিএ-৫

তাসনিয়া আহমেদ
শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রাজিয়া সুলতানা
পিতা: মোঃ হাসানুর রহমান
(অতিরিক্ত পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়)

ফাইজা জেরিন জারা
হলিক্রস কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাবরিনা ফরহাদ
পিতা: মোঃ বাবুল আকতার
(অতিরিক্ত পরিচালক, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়)

উচ্চারণের সঠিকতা

এস এম শামীম-উর-রশিদ

নিজ ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা আমাদের সত্তার সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে যে আমরা যখন অন্য ভাষা বা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসি, তখন বেশ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। অন্য একটি দেশ বা সংস্কৃতির যে বিষয়টি প্রথমেই আমাদেরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, তা হলো ভাষা। দৈনন্দিন জীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে ভাষা আমাদের ব্যবহার করতেই হয়, তা হলো ইংরেজি, যেটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে অধিকাংশ দেশই মেনে নিয়েছে। ইউরোপের কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোয় ইংরেজির কদর খুব একটা না থাকলেও, এটা বলাই যায়, এই একটি ভাষা সঠিকভাবে রপ্ত করতে পারলে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ এবং ভ্রমণে কোনো সমস্যা হবে না। আর আমরা যারা এই সাব-কন্টিনেন্টে বাস করি, আমাদের জন্য ইংরেজির কোনো বিকল্প নেই। মাতৃভাষার সাথে কোনোকিছুর তুলনা চলে না, কিন্তু মাতৃভাষার পরে যেটার তাৎপর্য সর্বাধিক, তা হলো ইংরেজি। এই লেখার মূল উদ্দেশ্য ইংরেজির গুণগান করা নয় কিংবা ঔপনিবেশিক আমলের দাসত্বের চিহ্ন বহন করা নিয়ে যারা রগচটা, তাদের চটিয়ে দেওয়া নয়। লেখাটির উদ্দেশ্য মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্য একটি ভাষার ওপর দখল থাকা এবং সেই ভাষাটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারার সামর্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরা।

যেহেতু ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়, স্বাভাবিকভাবেই এ ভাষায় কথা বলার সময় আমাদের অনেকেরই জড়তা এবং 'এক্সেন্ট' থাকে। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই আমরা ইংরেজি শিখছি। তা সত্ত্বেও একটি ভাষার উপর পুরোপুরি দখল বলতে যা বুঝায়, ইংরেজির ক্ষেত্রে আমাদের ক'জনের সেটি আছে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের অনেকে যেখানে সঠিক উচ্চারণে প্রমিত বাংলাতেই কথা বলতে পারি না, সেখানে যথাযথ উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলার বিষয়টি যে প্রত্যাশার বাইরে, তা বলা-ই বাহুল্য। অনেক উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী ও বড় পদে আসীন লোকদেরও ইংরেজি উচ্চারণে দৃষ্টিকটু ভুল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েছেন, তারা জানবেন, অনেক উঁচু মানের শিক্ষক রয়েছেন, যারা বিদেশ থেকে র‍্যাংকিংয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে এসেছেন কিন্তু হয়তো তাদের ইংরেজি ভাষাগত উচ্চারণ ততটা ভালো না। এ থেকে অনেকে হয়তো এটাও বলতে পারেন, উচ্চারণ ভালো না হওয়া সত্ত্বেও তারা তো ঠিকই বিদেশের পাট ঠিকভাবে চুকিয়ে এসেছেন, ভালো ভালো স্কলারশিপ পেয়েছেন। হ্যাঁ, সেভাবে চিন্তা করলে আসলেই কিছু বলার নেই। কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, একটি ভাষার মূল ব্যবহারকারীরা যেভাবে কথা বলেন, সেই একভাবে কথা বলতে না পারলে আমরা মনের যে ভাব বা আবেগ বুঝাতে চাচ্ছি, তা কি সফলভাবে বুঝাতে পারব? নিশ্চয় নয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমি ইংরেজি ভাষার একটি দেশে উচ্চশিক্ষার খাতিরে দুই বছর কাটিয়ে এসেছি। সঠিক উচ্চারণে দুই-একটা দরকারি শব্দ বলতে পারলেই দূরদেশের অচেনা মানুষদের অনেক বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব। সঠিক ব্যাকরণে পূর্ণ বাক্য গঠন করে তা উগড়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। উচ্চারণে স্বকীয় 'এক্সেন্ট' থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই খুব একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু উচ্চারণটা সঠিক হতেই হবে, তা না হলে এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথা হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ানদের কথা বলার 'স্পিড' এবং 'এক্সেন্ট'এর স্বকীয়তার বিশ্বজুড়ে খ্যাতি রয়েছে। তবে ইউএসএ, ইউকে, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া যে দেশই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই সঠিক ও স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজি ব্যবহার জরুরি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের কথার সুর এবং টান হয়তো পুরোপুরি তাদের মতো হবে না এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের মতো চেষ্টা করারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সঠিক এবং স্পষ্ট উচ্চারণ তো আয়ত্ত করা সম্ভব। একটা শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারলে, 'এক্সেন্ট' থাকলেও সেটা সবাই বুঝতে পারবে। 'এক্সেন্ট' এবং 'প্রন্যান্সিয়েশন' দুইটি ভিন্ন বিষয়, যা আমরা অনেকেই এক ভেবে গুলিয়ে ফেলি। তাই, আমাদের উচিত, কমপক্ষে যেসব শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার হয়, সেগুলোর প্রকৃত উচ্চারণটা শিখে নেওয়া। এটা এমন কোনো কঠিন কাজও না। ইংলিশ স্পিকিং কোনো দেশে গেলে এর সুফল পাবেন, এই নিশ্চয়তা দিতে পারি।

উচ্চারণ শেখার জন্য গুগলের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। আপনি চাইলেই যেকোনো ইংরেজি শব্দ এবং তার শেষে Pronunciation শব্দটি জুড়ে দিয়ে গুগলে সার্চ দিলে, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান দুইটি উচ্চারণই আপনার সামনে চলে আসবে। আপনার কাজ হলো সেটা ক্লিক করে শোনা এবং মুখস্থ করা। বার বার ক্লিক করুন এবং বার বার শুনতে থাকুন, খুব সহজ একটা কাজ এবং এতে মজাও আছে। আপনি যে কোনো একটি দেশের (ব্রিটিশ বা আমেরিকান) উচ্চারণ শিখলেই হবে। তবে মনে রাখবেন, যদি ব্রিটিশটা বেছে নেন তাহলে সব সময় ব্রিটিশ-ই শিখবেন। এতে করে দুইটি ভিন্ন দেশের উচ্চারণ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে না। আমার ব্যক্তিগত পছন্দ ব্রিটিশ, যেহেতু ইংরেজি ভাষাটা মূলত ইংল্যান্ডের। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার প্রতি বরাবরই আমি 'বায়াস্ড', যেহেতু দুই বছর তাদের 'নুন খেয়েছি'! আর অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ অনেকটাই ব্রিটিশদের মতো। তবে, অনেকে মনে করে থাকেন, স্মার্ট লোকজন ইউএস উচ্চারণ শিখে। যা-ই হোক, যখনই সময় পাবেন, একটি-দু'টি ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ সার্চ করে শিখে নিন। এভাবে এক বছর শিখলে নিজের উন্নতি নিজেই টের পাবেন। সঠিক উচ্চারণ জানা থাকলে আইইএলটিএস কিংবা টোফেলের স্পিকিংয়ে তো ভালো হবেই, সাথে সাথে লিসেনিং পার্টও খুব ভালোভাবে দিতে পারবেন। কখনও এ ধরনের এক্সাম দেওয়া প্রয়োজন না পড়লেও ইংলিশ কিছু শুনলে সহজেই নিজের শেখা উচ্চারণের সাথে তাদেরটা মিলিয়ে নিতে পারবেন। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে। আর ভাষা শিখে রাখা তো অপ্রয়োজনীয় নয়। বহুভাষাবিদ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ নাকি ২৪টি ভাষায় 'ফ্লুয়েন্ট' ছিলেন! চিন্তা করা যায়?

লেখাটা শেষ করার আগে, কিছু বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমরা যারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করি, সবাই জানি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা, যার ইংরেজি হলো Monetary Policy। কিন্তু আমাদের অনেকেই এই Monetary শব্দটা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। আবার যেমন, Finance বা Financial শব্দের উচ্চারণও আমরা অনেকে ভুল করি। সঠিক উচ্চারণ হলো ফাইন্যান্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল। কিন্তু ভুলবশত আমরা অনেকেই ফিন্যান্স বা ফিন্যান্সিয়াল বলে থাকি, যা সঠিক নয়। আমি নিজে ফাইন্যান্সের ছাত্র ছিলাম, অথচ অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে আমিও এটাকে ফিন্যান্সই বলতাম। বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষায় যারা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করেছেন, তারা জানেন যে বাংলা বইগুলোতেও ভুলভাবে ফিন্যান্স শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। এরকম আরও কিছু ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ দেখুন- analysis (অ্যানা-লেসিস), efficient (এফি-শেন্ট), Asian (এই-ঝেন), common (কহ্-মেন), religion (রেলি-জেন), iron (আই-য়েন), rigorous (রিগা-রেস), worst (উয়াস্ট), cumulative (কিউ-মি-লেটিভ), million (মিলি-য়েন), violence (ভায়ে-লেন্স), specifically (স্পেসি-ফিক্লি), education (এজ্যু-কেশন), value (ভ্যা-লিউ), engineer (এঞ্জিনিয়ার), scheduled (শ্যে-জুল্ড অথবা স্কে-জুল্ড, শিডিউল্ড নয়), interest (ইন-ট্রেস্ট), ইত্যাদি।

■ *লেখক: যুগ্মপরিচালক, বিআরপিডি (ডিভিশন-১), প্র.কা*

বোধের কঙ্কাল

শৈলেন্দ্র নাথ বর্মা

অন্ধকার শেষে হৈমন্তিক দিন ঝলমলিয়ে
আঁকাবাঁকা স্মৃতিঘেরা বাবুদের প্রাচীন তালপুকুর
তিমিরবিনাশী ভোর
মুছে ফেলেছি সেইসব যাত্রা পথের ছায়া কথোপকথন
কষ্টের নীল দীর্ঘশ্বাস বেদনার দিন
সকালবেলা বেলকনিতে বসে ধোঁয়া ওঠা উষ্ণ চায়ের কাপে চুমুক
যদি তা হয় দার্জিলিংয়ের গ্রিন টি তাহলে তো কথাই নেই
বয়স বেড়ে যায় ভালোবাসার বয়স বাড়ে না
থেমে থাকে না সূর্য ওঠার ক্ষণ
অতীত দিনগুলো কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে
শূন্য ঘরে একাকী অভাগা জীবন-যাপন
এখন সময় বিনিদ্র
কখনো ইন্টারনেটের ঘোরে
আসক্ত হয়ে খেলছে ব্লু হোয়েল আত্মহনন খেলা
পাঠশালা ডাকঘর এয়ারপোর্ট মাঠ-ঘাট তেপান্তর
কালের চাকায় অনেক কিছুইতো নির্বিকার পেরিয়ে যাচ্ছে
সামান্য ভুলে ডুবে যায় সুজলাসুফলা শস্য পাখি ফুল
মাঝেমাঝে ধাঁধায় রৌদ্রময় দুপুরকে বৃষ্টি বলে মনে হয়
দিনদিন ভাবনাগুলো গৃহবন্দী হচ্ছে
একজীবন পূর্ণিমা সাগরের ঢেউয়ে মূর্ছা যায়
জেগে ওঠে এক সেন্টমার্টিন প্রবালদ্বীপ
সাক্ষী হয় নারিকেল বাগান কেয়াবন আর সমুদ্রসৈকত
প্রিয়াকে দেয় না চাঁদের টিপ জোছনা চুম্বন
হৃদয়ের উষ্ণতা মেপে মেপে
একদিন যে পথিক হেঁটেছিল এই পৃথিবী ক্রমাগত
মৌপিয়ার ঠোঁটের খোপে ছিল বৃষ্টিবিলাস চাহনি
বিভাষিত অঙ্গ উল্লাস তরঙ্গ
গোধূলির আভা ছড়িয়ে যেত দিগন্ত থেকে দিগন্তে
জোছনার হাতে হাত রেখে
মৌপিয়া বলেছিলো, ভালোবাসি ওগো ভালোবাসি ভালোবাসি ...

উত্তরমেঘ উড়ে যাচ্ছে ভাবনার বিকেলে বেদনার রং মেখে করুণ বিষাদে
আশাগুলো ভগ্নাংশ হয়ে ঝরে গেছে সেই কবে
শিমুল তুলোর ন্যায় ইচ্ছেগুলো উড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই
পৃথিবীর প্রান্তর জীবনের মধ্যে ফিরছে জীবন বেহেলা বাদকের মতো
অবস্থান বদল হয়েছে বারবার হতাশার চিহ্ন চলে গেছে নতুন বধূবরণের গেট অবধি
দৃশ্যের পর দৃশ্য ভিজে যায় নির্জন দিক থেকে দিগন্তে
আর খোলা প্রান্তরে নির্বাক পড়ে থাকে বোধের কঙ্কাল একাকী ...

কবি: অতিরিক্ত পরিচালক, রংপুর অফিস

অভ্যেস

মোর্শেদা আক্তার

আমি এত ভালো মানুষ নই যে অন্যের শান্তি চাইবো।
তবুও বলেই ফেলি আসসালামু আলাইকুম।
অভ্যেস।
আমি এত ভালো মানুষ নই যে স্বামীকে বন্ধু ভাববো।
তবুও গেয়েই ফেলি- সখি ভালোবাসা কারে কয়।
অভ্যেস
আমি এত ভালো মানুষ নই যে, ক্ষুধার্তের জন্য এক মুঠো কম খাবো,
তবুও হাত ছুঁড়িই- অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।
অভ্যেস
আমি এত ভালো মানুষ নই যে, মাকে বুড়ো বয়সে দাসী বানাবো না।
তবুও সন্তানকে শেখাতে ভুলিই না- স্রষ্টা শরীর ধারণ করতে পারে না
বলেই মাকে সৃষ্টি করেছেন।
অভ্যেস
সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি হচ্ছে- অভ্যেসকে বিবেক বলে চালিয়ে
দেওয়া।

কবি: সহকারী পরিচালক, ডিসিপি, প্র.কা

বাংলাদেশ ব্যাংক জাগ্রত সংশপ্তক

মোঃ রায়হান পারভেজ

একাত্তরের ডিসেম্বরে হলো শুরু এক যাত্রা
সেই যাত্রা দিনে দিনে পেলো নতুন মাত্রা
বায়াত্তরের আদেশে তার হলো যে প্রতিষ্ঠা
আর্থিক খাত উন্নয়নে পণ ধারণ করে নিষ্ঠা
এই প্রতিষ্ঠান চালু করে যায় সঠিক মুদ্রানীতি
অর্থনীতির চাকা পায় তাতেই অনেক গতি
এই প্রতিষ্ঠান ছাপিয়ে যায় অনেক রকম মুদ্রা
লেনদেন সহজের কাজে যেন নেই তার নিদ্রা
বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল রক্ষণে নেইকো তার জুড়ি
জরুরি ব্যয় মিটিয়ে ফেলে উড়িয়ে মেরে তুড়ি
এই প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে সরকারের এক মিত্র
নানা উপদেশে করে সমৃদ্ধ অর্থনীতির চিত্র
সকল ব্যাংক সব বিপদে ভরসা মানে তাকে
তহবিল ও ঋণ সংকটে বলে দেয়া যায় যাকে
এই প্রতিষ্ঠান করে তৈরি অনেক কর্মের পথ
হাজার তরুণ কণ্ঠে তোলে দেশ গড়ার শপথ
কৃষিখাত ও শিল্পায়নে তার ভূমিকা অনন্য
সমস্বরে সবাই বলে ধন্য তুমি ধন্য
এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে হরেক রকম গবেষণা
উদ্যোক্তাগণ যেন ফিরে পায় মনোবল আর প্রেরণা
মুদ্রাবাজারকে দিয়ে যায় সে নতুন সূর্যের আলো
সকল প্রকার রীতিনীতি হয় তার ছোঁয়াতেই ভালো
বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনীতির জাগ্রত সংশপ্তক
উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নটা সত্যি এবার হোক।।

কবি: অফিসার (জেনারেল),
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বরিশাল অফিস

গবেষণা বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোঃ ইফতেখার হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ গোলজারে নবী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সদরঘাট অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের যুগ্ম পরিচালক নজরুল ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক অশোক কুমার রাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আমির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন।

বিবিটিএতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির অপারেশন ম্যানেজার (যুগ্ম পরিচালক) ফখর উদ্দিন ভুঁঞার অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিবিটিএর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ১০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিবিটিএর উইং-১ এর পরিচালক মোঃ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ সাব্বিরুল আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন।

সদরঘাট অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের যুগ্ম পরিচালক প্রতাপ কুমার পালের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ ফজলার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আমির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু অফিস কী কোথায় এবং কেন?

মোহাম্মদ হাসান ইমাম ও নিশাত জাহান

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৩ নং আর্টিকেল অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে সুনির্ধারিত কিছু কাজ করার আইনগত বৈধতা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৭নং আর্টিকেল। আর্টিকেলের একটি হলো- 'to promote, regulate and ensure a secure and efficient payment system, including the issue of bank notes'। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের দৈনন্দিন এ অপারেশনাল কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট দু'টি বিভাগ রয়েছে- ব্যাংকিং বিভাগ ও ইস্যু বিভাগ। এর মধ্যে ব্যাংকিং বিভাগ মূলত সরকার ও তফসিলি ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে, ইস্যু বিভাগ মূলত নোট/কয়েন ভল্টে সংরক্ষণ, নোট ইস্যু, আন্তঃঅফিসের বিভিন্ন মূল্যমানের নোট/কয়েনের চাহিদা ও যোগান হিসাবায়নের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আদান-প্রদান, ক্যানসেলড্ নোটের ভেরিফিকেশন ও নোট ধ্বংসকরণ, দাবিযোগ্য নোটের বিনিময়যোগ্যতা ও মূল্য নির্ধারণ, নোট সার্কুলেশন হিসাবায়ন এবং ব্যাংকিং ও ইস্যু বিভাগের মধ্যকার লেনদেনসহ অন্যান্য হিসাবায়ন করে থাকে। আজকের আলোচনা ইস্যু বিভাগ-কে কেন্দ্র করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ ও ট্রেজারি রুলস অনুযায়ী, The Issue Department of the Bank, which shall be separated and kept wholly distinct from the Banking Department and the assets of the Issue Department shall not be subject to any liability other than the liabilities of the Issue Department. The amount of bank note in circulation, which constitute the liabilities of the Issue Department of the Bank, should not exceed the assets of that department held in gold coin, gold bullion, silver bullion, foreign exchange, Taka coin (including Taka notes) and Taka securities. বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ একটি পৃথক সত্তা এবং তার নিজস্ব দায় ও সম্পদ রয়েছে, যা ব্যাংকিং বিভাগ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকে ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের জন্য পৃথক দু'টি Statement of Affairs প্রস্তুত করা হয়। ইস্যু বিভাগের দায় হচ্ছে নোট-ইন-সার্কুলেশন। ইস্যু বিভাগের দায়ের বিপরীতে অ্যাসেট ব্যাকআপ হিসেবে রয়েছে- (ক) স্বর্ণ মুদ্রা, স্বর্ণ বুলিয়ন ও রৌপ্য বুলিয়ন, (খ) ফরেন এক্সচেঞ্জ, (গ) ১, ২ ও ৫ টাকার নোট ও কয়েন এবং (ঘ) সিকিউরিটিজ। এজন্য ইস্যু বিভাগের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতি রয়েছে যাতে দু'টি পৃথক Trail Balance আছে। স্বাভাবিকভাবেই (বিশেষত নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের মনে) প্রশ্ন আসে এ বিভাগটি কোথায় অবস্থিত?

Issue Department (ID) manual এর ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, The Bank has set up an Issue Department covering the entire area of the country known as its 'Circle of Issue'- The location of the Issue Department is at Motijheel, Dhaka and is under the charge of a Currency Officer. The Bank has, however, set up several Regional Offices in different parts of the country viz. Chittagong, Khulna, Rajshahi, Sylhet, Barishal, Bogra, Rangpur, Mymensing and Sadarghat, Dhaka to function as a full fledged currency chest under the Issue Department of the Circle. বাংলাদেশ ব্যাংক সমগ্র দেশের নোট ইস্যু সংক্রান্ত কাজের জন্য একটি ইস্যু বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে যার নাম সার্কেল অব ইস্যু। ইস্যু বিভাগ একজন কারেন্সি অফিসার [বর্তমান পদনাম- নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি)] এর দায়িত্বে/তত্ত্বাবধানে ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত যাকে ইস্যু অফিসও বলা হয়। আবার সার্কেল অব ইস্যুর আওতায় পূর্ণাঙ্গ কারেন্সি চেস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকার ভিতরে সদরঘাট অফিস এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। আইডি ম্যানুয়ালের এর ৭নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সকল আঞ্চলিক অফিসে ইস্যু বিভাগ নেই কিন্তু ইস্যু বিভাগের কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে, সে সকল অফিসের জেনারেল ম্যানেজার কারেন্সি অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। তাহলে বলা যায়, ঢাকার মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট তিনটি অফিসের অস্তিত্ব রয়েছে- (১) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (২) মতিঝিল অফিস, ঢাকা এবং (৩) ইস্যু অফিস, ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ ও ট্রেজারি রুলস অনুযায়ী যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো অফিস নেই, সেখানে সোনালী ব্যাংকের চেস্ট/সাবচেস্ট শাখাসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এ লক্ষ্যে ইস্যু বিভাগের আঞ্চলিক অফিসসমূহ বা বাংলাদেশ ব্যাংক চেস্টসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশের সকল জেলায় সোনালী ব্যাংক পিএলসির মোট ৫৮টি চেস্ট ও ৮টি সাব-চেস্ট শাখা রয়েছে। ট্রেজারি রুলসের পার্ট- III মোতাবেক সরকারি নগদ লেনদেন যাতে ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে প্রতিটি কারেন্সি চেস্টে প্রয়োজনীয় কারেন্সি যোগান নিশ্চিত করার দায়িত্ব কারেন্সি অফিসারের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে ইস্যু অফিসের কারেন্সি অফিসার কেন্দ্রীয়ভাবে রেমিট্যান্স মুভমেন্ট অর্ডার দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক চেস্ট এবং সোনালী ব্যাংকের চেস্ট/সাব-চেস্টসমূহে নতুন, পুনঃপ্রচলনযোগ্য, অপ্রচলনযোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ নোটসমূহ রক্ষিত থাকে, যা হতে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে নোট সার্কুলেশনে যায় অথবা সার্কুলেশন হতে ফেরত আসে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু অফিস এবং চেস্ট ছাড়াও সোনালী ব্যাংকের চেস্ট/সাব-চেস্টসমূহে যে নোট থাকে তা নোট সার্কুলেশনের অংশ নয়।

বাংলাদেশের মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের নীতি প্রণয়ন ও ইস্যু বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট কাজ করে থাকে। এ বিভাগ (ডিসিএম) বিভিন্ন মূল্যমানের নোট ছাপানো ও কয়েন মিন্ট থেকে শুরু করে তা সার্কুলেশনে আনা, ক্যাশ বিভাগের মাধ্যমে নোট গণনা, যাচাই-বাছাই ও ধ্বংস, মুদ্রা পরিবহন/স্থানান্তর পদ্ধতি, প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অটোমেশন ও আধুনিকায়ন, জালনোট নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ, তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও, এ বিভাগ ইস্যু ডিপার্টমেন্ট ম্যানুয়াল (আইডি ম্যানুয়াল) সংশোধন, ক্লিন নোট পলিসি, নোট রিফান্ড রেগুলেশনসসহ সময় সময় বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারি করে।

প্রসঙ্গত, অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ (Money Supply) এর সাথে রূপকার্থে নতুন টাকা ছাপানো কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত ডিসিএম কর্তৃক দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন বাংলাদেশ লিঃ (গাজীপুর) এর মাধ্যমে নতুন নোট ছাপানো একটি যথারীতি কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে নতুন নোট ছাপানো বৃদ্ধি করা হলেও তাতে বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতি কোনোটাই ঘটে না। বরং বাজারে অর্থ সরবরাহ বেড়ে গেলে বা জনসাধারণের মধ্যে নোট ধারণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তার ফলাফলস্বরূপ নোট সার্কুলেশন বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত ইস্যু অফিস ও চেস্ট/সাব-চেস্টে সংরক্ষিত পুনঃপ্রচলনযোগ্য বা নতুন নোট থেকে তার যোগান দেয়া হয়। নোট/কয়েন আমাদের জাতীয় সম্পদ যা প্রিন্ট/মিন্ট করতে অর্থ ব্যয় হয়। কাজেই নোট সংরক্ষণ ও ব্যবহারে আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে।

■ *লেখকঃ মোহাম্মদ হাসান ইমাম, অতিরিক্ত পরিচালক ও নিশাত জাহান, যুগ্ম পরিচালক, ডিসিএম, প্র.কা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: রুপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।